দৈনিক ইত্তেফাক 005

09 NOV 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ঢাকার সকল ভার্সিটি ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

সরকার ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ সহ ঢাকা শহরের অন্য সকল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সিদ্ধান্ত

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি বন্ধ

(১ম পৃঃ পর)

পুরোপুরি কার্যকর করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গতকাল এক সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের আদেশ প্রত্যাহার এবং ভিসি ও হল প্রশাসনের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার প্রদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছে। বিকালে ভিসির বাসভবনে অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেটের এই সভায় বলা হয়, ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল। বিভিন্ন অনুষদে সেশন জট নিরসন করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। হলসমূহে সামগ্রিকভাবে সন্ত্রাসমুক্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান নিয়মানুসারে সীট বন্টনের প্রক্রিয়া শেষ প্রায় এবং যে মুহূর্তে সকল হল হইতে অছাত্রদের বহিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা অপ্রত্যাশিত। সভায় বলা হয়, বর্তমানে ঢাকা হইতে বহিরাগমনে যোগাযোগ, চলাচল ও যানবাহনের অসুবিধা রহিয়াছে কাজেই ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ বাস্তবায়ন সম্ভব হইতেছে না।

হল ত্যাগকারী, ছাত্র-ছাত্রীরা যানবাহনের অভাবে ইতিমধ্যে পুনরায় হলে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সর্ব-

(৬ষ্ঠ কঃ দ্রঃ)

(১ম কঃ পর)

স্তরের ছাত্র-নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদের হলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে হল ত্যাগের আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। সিণ্ডিকেটের সভাশেষে ভিসি জানান, সিণ্ডিকেটের অনুরোধ সরকার রক্ষা করিয়াছেন। ছাত্রদের হলে থাকার বিষয়টি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ভিসি জানান, হল তল্লাশী অথবা কোন জরুরী প্রয়োজনে আইন প্রণয়নকারী সংস্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত পূর্বাহ্নে পরামর্শ গ্রহণ করিবে। এ ব্যাপারে অন্য সকলের সহযোগিতাও তিনি কামনা করেন। তবে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস প্রদান করা সত্ত্বেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী হল ত্যাগ করিয়াছে।

গত শনিবার রাত্রে রেডিও-টিভিতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজ বন্ধের সরকারী ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গতকাল (রবিবার) পূর্বাহ্নে ভিসির বাসভবনের সামনে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের যৌথ সভায় কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রক্টর জানান, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং খোলা রাখার এখতিয়ার একমাত্র সিণ্ডিকেটের। কাজেই সিণ্ডিকেটের পরামর্শ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা হল ত্যাগ করিতে পারে না। ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান জানান, ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকিবে।